দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 26 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণরত সরকারী কর্মকর্তাদের পড়াশুনার অনুমতি ও অর্থায়ন বাতিল

মাঈনুল আলম ॥ পৃথিবীর বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণা ও শিক্ষা কাজে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের বৃত্তি বাতিল করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী পিএইচ মাষ্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত প্রায় একশত কর্মকর্তার পড়াশুনার অনুমতি ও অর্থায়ন বাতিল করে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমানের নির্দেশে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গত ২২শে নভেম্বর এই আদেশ জারি করে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা, দক্ষতা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। অর্থ ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও পরিকল্পনা সাথে সম্পর্কিত বিসিএস প্রশাসন, ইকনমিকসহ বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় বিদেশে পিএইচডি, মাষ্টার্স কোর্সে সুযোগ প্রদানের জন্য এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। সরকারী কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ছিল প্রায় ২৭ কোটি টাকা। আমেরিকা, কানাডা, থাইল্যান্ড, নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি, পরিবেশ, পল্লী উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, এমবিএ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, পাবলিক ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ২৩টি পিএইচডি ও ৬৮টি মাষ্টার্স কোর্সে বৃত্তি দেওয়া হয়। পরিকল্পনা সচিব, কমিশনের সদস্য, বিআইডিএস মহাপরিচালক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মোট ১০ সদস্য বিশিষ্ট মনোনয়ন বোর্ড আগ্রহী ও যোগ্য সরকারী কর্মকর্তাদের বাছাই করে। প্রকল্পটি একনেক অনুমোদন করে এবং পিএইচডি ও মাষ্টার্স কোর্সের জন্য মনোনীত প্রত্যেক প্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছেন। মোট প্রকল্প ব্যয় (১৪শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

২৭ কোটি টাকার ৭৫ শতাংশ অর্থ ইতিমধ্যে ব্যয় হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারী কর্মকর্তাদের এমন ধরনের উচ্চতর শিক্ষা কোর্স দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার পর ১৯৯৭ সালে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এমনকি দাতাদের সমর্থনে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রী গ্রহণের সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় বিএনপি সরকারের আগের মেয়াদে তৎকালীন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী (বর্তমান তথ্যমন্ত্রী) ডঃ মঈন খান সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার এমন একটি সুযোগ সৃষ্টির প্রথম পরিকল্পনা নেয়। পরে আওয়ামী লীগ সরকার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। ফলে এসএসসি থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত ভাল ফল (ফার্স্ট ক্লাস) করা কর্মকর্তারা চাকরি জীবনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে আরও আশাবাদী হয়ে উঠে। তুমুল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ও মাষ্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ও উপযুক্তভাবে যাচাই-বাছাই করে কর্মকর্তাদের মনোনয়ন করে। ইতিমধ্যে কিছু কর্মকর্তা পিএইচডি ও মাষ্টার্স কোর্স সম্পন্ন করে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসেন। কেউ কেউ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করবেন। আগামী ২০০৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান প্রকল্প শেষ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল আবার মেয়াদ বাড়ানো। কিন্তু মাঝপথে কর্মকর্তাদের অবিলম্বে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়ায় ও অর্থায়ন বন্ধ করায় পুরোপুরি অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। একনেক অনুমোদিত প্রকল্প বাতিল হবে কিনা সেই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এমনকি কর্মকর্তাদের দেশে ফিরে আসার নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকার প্রধানের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। যদিও প্রত্যেক কর্মকর্তাই প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়েই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে যান। বৃত্তি বাতিল করার ফলে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশের সুনাম নষ্ট হবে।